দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... 13 JAN. 2012

জাবিতে শিক্ষকের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত

আন্দোলন অব্যাহত

- প্রক্টরিয়াল বডির অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালন করবেন না শিক্ষকরা

■ জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন, মৌন মিছিল, প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গতকাল বৃহস্পতিবারও আন্দোলনমুখর ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক সমিতির জরুরি মুলতবি সভা গতকাল শুরু হলেও তা হাতাহাতির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় প্রক্টর কর্তৃক লাঞ্ছিত হন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এএ মামুন। জানা যায়, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদের হত্যার বিচার দাবিতে চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে সাধারণ শিক্ষার্থীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল করে। একই সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় প্রক্টর আরজু মিয়া কর্তৃক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এএ মামুন লাঞ্ছিত হন। জহির রায়হান মিলনায়তনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় সাংবাদিকরা ঢুকতে গেলে বাধা প্রদান করেন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। সভায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এ মামুন সভা পরিচালনা করেন। তিনি আগ্রহী শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে কথা বলার সুযোগ দেন। সভায় তৃতীয় বক্তা শিকদার মো. জুলকারনাইন জুবায়ের হত্যার ঘটনায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এ এ মামুনের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি শিক্ষক সমিতির সভাপতির পদত্যাগ দাবি করেন। তার এ বক্তব্যে উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদী, আওয়ামীপন্থিদের একাংশ ও সাধারণ শিক্ষকরা তার এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এ সময় সভাস্থলে হইচই ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সমিতির সভাপতি সমিতির গঠনতন্ত্রের ৭(ক) ১ ধারা মেনে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উপস্থিত জাতীয়তাবাদীপন্থি ও সাধারণ শিক্ষকরা জানান, এ সময় পেছন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

জাবিতে শিক্ষকের হাতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক আরজু মিয়া শিক্ষক সমিতির সভাপতি এ. এ মামুনের দিকে তেড়ে আসেন। তিনি মামুনের কোট ধরে ধাক্কাধাক্কি করেন। এসময় সাধারণ শিক্ষকরা সভাপতিকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসেন। পরে অধ্যাপক এএ মামুন অসুস্থ হয়ে পড়লে এম্বুলেন্সে করে তাকে মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা দুপুর ১২টার দিকে ভিসি অফিসের সামনে গিয়ে প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেন। ভিসি না থাকায় শিক্ষকরা সেখানে সমাবেশ করেন। সমাবেশে অধ্যাপক এমএ মতিন ও অধ্যাপক নাসিম আখতার শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সভাপতিকে আক্রমণকারি প্রক্টরের অপসারণ দাবি করেন।

এদিকে দুপুর সোয়া ১২টার দিকে জহির রায়হান মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামীপন্থি শিক্ষকরা দাবি করেছেন, কেউ সভাপতিকে লাঞ্ছিত করেননি। বরং তাদের কিছু শিক্ষক আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। পরিকল্পিতভাবে মিটিং বন্ধ করে তারা সভা স্থগিত করে আমাদের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে তারা দাবি করেন। সম্মেলনে প্রক্টর অধ্যাপক আরজু মিয়া বলেন, ২০ হাজার শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা দেয়া একজন প্রক্টরের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষক সমিতির সভাপতির হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, সভাপতিকে আক্রমণ করা হয়নি।

পরে দুপুর একটার দিকে সমাজ বিজ্ঞান ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন শিক্ষক সমাজ। সম্মেলনে প্রক্টর অধ্যাপক আরজু মিয়াকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ এবং কর্মচারী দক্ষতা ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ অনুসারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান শিক্ষক সমাজ। এছাড়া নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ প্রক্টরিয়াল বডির অপসারণ, জুবায়ের হত্যার বিচারে গঠিত প্রশাসন মদদপুষ্ট তদন্ত কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন ও এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অবাধ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নিশ্চিত করা এবং গণনিয়োগ দেয়া শিক্ষকদের নিয়োগ বাতিল করার দাবি জানান শিক্ষকরা। সম্মেলনে শিক্ষকরা প্রক্টর ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের অপসারণ ও প্রক্টরের বিচার না পর্যন্ত ক্লাস ও সকল পেশাগত দায়িত্ব পালন না করার ঘোষণা দিয়েছেন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামীকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে অমর একুশের পাদদেশে গণসমাবেশের ঘোষণা দেন তারা। সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফ উদ্দিন, অধ্যাপক এমএ মতিন, অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন, অধ্যাপক শামছুল আলম সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গতকাল শহীদ মিনারের পাদদেশে পালন করে। এতে নাটক ও গানে জুবায়েরের হত্যার বিচার দাবি করা হয়। আজ সকাল ১০টায় জাতীয় জাদুঘরের সামনে জাবির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে।